

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 705 - 711

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ইসলাম ও সন্ত্রাসের সম্পর্ক : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা

ড. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর

অ্যাফিলেশান : বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি

Email ID : hossaindrskjahangir@gmail.com**Received Date** 25. 06. 2025**Selection Date** 20. 07. 2025**Keyword**

Islam, Terrorism,
Extremism,
Islamophobia,
Colonialism, Political
Violence, Historical
Perspective, Global
discourse.

Abstract

This paper critically examines the relationship between Islam and terrorism through a historical lens, challenging the widespread narrative that links a major world religion with violence and extremism. Drawing on Islamic scriptures, historical episodes, and contemporary socio-political contexts, the study argues that terrorism is neither rooted in Islamic theology nor reflective of mainstream Muslim beliefs and practices. Rather, the misuse of Islamic symbols and terminology by fringe groups is a relatively modern phenomenon, often emerging in response to colonialism, authoritarian regimes, foreign interventions, and socio-economic marginalization.

The paper highlights that early Islamic teachings emphasized peace, justice, and compassion, and even military actions in early Islam were governed by strict ethical codes. The demonization of Islam, particularly post-9/11, has been significantly amplified by media misrepresentation and political rhetoric, fostering Islamophobia and cultural misunderstandings. Historical case studies of various Muslim societies across regions and eras reveal that the overwhelming majority of Islamic movements were non-violent, reformist, and socially constructive. The research concludes that addressing global terrorism requires not a religious critique, but a nuanced understanding of political, economic, and geopolitical factors. Only then can we dismantle the false equivalence between Islam and terrorism and promote a more accurate and just global discourse.

Discussion

ভূমিকা : সমসাময়িক বিশ্বে ইসলামকে ঘিরে যে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল সন্ত্রাসবাদ। বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ারে হামলার পর থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী পরিচয়ের এক ঘৃণ্য প্রচার শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইতিহাসের নিরিখে ইসলাম ও সন্ত্রাসের

সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা — যা কেবল ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নয়, বরং ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেও বিচারযোগ্য।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও শান্তির দর্শন : ‘ইসলাম’ শব্দটি আরবি ‘সালাম’ মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা এবং আত্মসমর্পণ। ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য হল — আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আত্মিক ও সামাজিক শান্তির প্রতিষ্ঠা। এটি কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পর্যায়ে ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। ইসলামে নৈতিকতা (আখলাক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।^১ কুরআনে ও হাদীসে বারবার সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে যে, “আমাকে সুন্দর চরিত্র পরিপূর্ণ করতে পাঠানো হয়েছে।” (সহিহ বুখারী) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ছিল একটি নৈতিক আদর্শের মূর্ত প্রকাশ, যেখানে ব্যক্তিগত শুদ্ধতা, সামাজিক ন্যায় এবং বৈষম্যহীনতা ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। ইসলাম প্রতিটি মানবের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করে। ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় ইসলাম। কুরআনে বলা হয়েছে, “আমি মানুষকে মর্যাদাবান করেছি...” - (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৭০)। নবী (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছিলেন— “আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যেমন অনারবেরও নেই আরবের ওপর।” শান্তির প্রতি আহ্বান ও সহিংসতার নিষেধাজ্ঞার কথা বলা আছে ইসলাম ধর্মে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। কুরআনে যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেও তা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য অনুমোদিত— অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের প্রতিকারে। কুরআনে বলা আছে যে, “যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে, তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকে যাও...” (সূরা আনফাল, আয়াত ৬১)। অর্থাৎ, ইসলামে সহিংসতা নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংলাপকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।^২ জিহাদের প্রকৃত অর্থ হল - জিহাদ মানেই সশস্ত্র লড়াই নয়। আরবি ‘জাহাদা’ শব্দ থেকে ‘জিহাদ’ এসেছে, যার অর্থ ‘পরিশ্রম করা’ বা ‘সংগ্রাম করা’। এটি আত্মশুদ্ধি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের একটি সামগ্রিক ধারণা। নবী (সা.) বলেছেন - “তোমরা তোমাদের আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো— এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।” জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়; বরং এটি একটি নৈতিক সংগ্রাম, যাতে সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। সমাজে সহাবস্থান ও বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ইসলামে ধর্মীয় সহনশীলতা ও বহুত্বের চর্চা বিদ্যমান। মদিনার সংবিধানে মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান—সব গোষ্ঠীকে একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল মধ্যযুগে এক অভিনব সমাজচুক্তি। তাছাড়া কুরআনে বলা হয়েছে যে, - “তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমার ধর্ম আমার জন্য।” (সূরা কাফিরুন), এই আয়াত সহাবস্থানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষাও আছে ইসলামে, নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনে বারবার ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি তার শত্রুদের পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছিলেন - “আজ তোমাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।” এই দৃষ্টান্ত একটি শান্তিপ্রিয় ও মানবিক ধর্মচর্চার নিদর্শন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হল ন্যায়, শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা। কুরআনের শিক্ষা, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচর্চা ও ইসলামী দর্শনের প্রতিটি স্তরে শান্তির আহ্বান স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। সন্ত্রাস, হিংসা কিংবা উগ্রবাদ ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। বরং শান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি মক্কার কুফর ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং মদিনায় রাষ্ট্র গঠনের পরও যুদ্ধকে করেছেন আত্মরক্ষার শেষ উপায়।

ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের পার্থক্য : ইতিহাসে মুসলিমদের অংশগ্রহণে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ আর সন্ত্রাস এক নয়। যুদ্ধ হল রাষ্ট্র বা সংগঠিত গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বৈধ ও প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা, যেখানে নিরপরাধ নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় না। ইসলাম যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কড়া শর্ত আরোপ করেছে— শিশু, নারী, বৃদ্ধ, ধর্মগুরু বা নিরস্ত্র মানুষের ওপর আঘাত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তবে, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে মুসলিম নামধারী কতিপয় শাসক বা সংগঠন রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের অপব্যবহার করে সহিংসতা চালিয়েছে। যেমন - খারেজিদের উত্থান (৭ম শতক),

ফাতেমিদ শাসকদের রাজনৈতিক চক্রান্ত, কিংবা আধুনিক যুগে আল-কায়েদা বা আই.এস. -এর কর্মকাণ্ড। ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ একটি বাস্তব ঘটনা হলেও, সন্ত্রাস কখনও ইসলামের বৈধ বা নৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়নি। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের নামে পরিচালিত সহিংসতা ও সন্ত্রাস ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপনের ফল। ইতিহাস, কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর আলোকে এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ১. যুদ্ধের (Qital) ধারণা ইসলামে - ইসলামে যুদ্ধ (আরবি: - *القتال*) একটি অনাকাঙ্ক্ষিত, তবে নির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা। কুরআন যুদ্ধকে শুধুমাত্র আত্মরক্ষা এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে - “যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; তবে সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না” - (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯০)। ইতিহাসে নবী মুহাম্মদ (সা.) কেবল আত্মরক্ষার্থে ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছেন, যেমন— বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ ইত্যাদি।^১ ২. যুদ্ধের নৈতিক বিধান ও শর্তাবলি - ইসলামে যুদ্ধের নৈতিকতা খুবই কঠোরভাবে নির্ধারিত— নিরীহ নাগরিককে হত্যা নিষিদ্ধ : “কোনো বৃদ্ধ, শিশু, নারী বা উপাসনালয়ের সন্ন্যাসীকে হত্যা করো না।” - (আবু দাউদ, হাদীস ২৬১৪)। বৃক্ষ বা ফসল ধ্বংস নিষিদ্ধ, শত্রুকে সুযোগ দিলে ক্ষমা করা উত্তম, শান্তির প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া ফরজ, (সূরা আনফাল, আয়াত ৬১) সন্ত্রাসের (Irhāb) ধারণা ও ইসলামি অবস্থান, সন্ত্রাস (আরবি: - *إرهاب*) ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সন্ত্রাস হল উদ্দেশ্যহীন ভয় ছড়ানো, নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করা বা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। কুরআন ঘোষণা করে— “যে কেউ অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল।” (সূরা মায়িদা, আয়াত ৩২) নবী (সা.) বলেন : “একজন প্রকৃত মুসলমান সে-ই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।” (সহিহ বুখারী, হাদীস ১০) এখানে ‘নিরাপত্তা’ বা ‘শান্তি’ মূল আদর্শ হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসে ইসলামের নামে যুদ্ধ যেমন ঘটেছে, তেমনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসও হয়েছে—যেমন খারিজি আন্দোলন (৭ম শতাব্দী), যারা ধর্মের নামে চরম সহিংসতা চালিয়েছিল। ইসলামি মূলধারার স্ফলারগণ তাদের চিন্তাকে ‘অবৈধ’ ও ‘অবৈজ্ঞানিক’ বলেছেন।^২ আধুনিক যুগে আল-কায়েদা, আইএস প্রভৃতি সংগঠন ইসলামের যুদ্ধনীতি বিকৃত করে নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালিয়েছে— যা ইসলামের মূল দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদরা (যেমন : ফাযলুর রহমান, তাহা জাবির আল-আলওয়ানি, ইউসুফ আল-কারযাভি) একবাক্যে বলেন যে, ইসলামের যুদ্ধনীতি হলো প্রতিরক্ষামূলক, আর সন্ত্রাসবাদ একটি বিকারগ্রস্ত মতবাদ।^৩ ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ একটি প্রতিরক্ষামূলক ও নীতিনির্ভর ব্যবস্থা, যার মূল উদ্দেশ্য হল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। অপরদিকে সন্ত্রাস একটি নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড, যা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী। সুতরাং যুদ্ধ ও সন্ত্রাসকে একত্রে মেলানো যেমন ঐতিহাসিক ভাবে ভুল, তেমনি ধর্মতাত্ত্বিক ভাবেও ঐতিহাসিক ও অবৈধ।

ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিক জঙ্গিবাদের উত্থান : ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মুসলিম দেশগুলিতে শোষণ, বিভাজন এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন এক ধরনের প্রতিবাদী মনোভাবের জন্ম দেয়। ২০শ শতকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পরিণতিতে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রভাব, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট, আফগানিস্তান যুদ্ধ— এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কিছু দল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এদের মধ্যে অনেকেই ইসলামকে ব্যবহার করেছে আদর্শিক আবরণ হিসেবে, অথচ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই।

আধুনিক বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রতা ও জঙ্গিবাদ এক বহুল আলোচিত সমস্যা। ইসলামকে জঙ্গিবাদের মূল উৎস হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা বিশ্ব রাজনীতিতে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তবে এর গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক দমননীতি, রাজনৈতিক শূন্যতা এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়নই আধুনিক জঙ্গিবাদের পটভূমি তৈরি করেছে। ধর্ম নয়, বরং রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও অবিচার এসব সহিংস গোষ্ঠীর বিকাশে প্রধান অনুঘটক। ঔপনিবেশিকতা (Colonialism) বলতে বোঝায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক দখল প্রতিষ্ঠা করে শাসন, শোষণ ও সংস্কৃতিগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ। ১৮শ থেকে ২০শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো (বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স, পরবর্তীতে আমেরিকা) মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাঠামো ভেঙে

ফেলে।^{১৬} ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে প্রথম প্রতিরোধ দেখা দেয় ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে। ভারতের ১৮৫৭ সালের বিপ্লব (যা ব্রিটিশরা ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলেছিল), সিরিয়ায় ফরাসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, লিবিয়ায় ওমর মুখতার, এবং আলজেরিয়ায় আব্দ আল-কাদেরের নেতৃত্বে যুদ্ধ এ ধরনের উদাহরণ।^{১৭} এই প্রতিরোধগুলো ধর্মীয় হলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়ের দাবি। ১৯১৬ সালে Sykes-Picot চুক্তি এবং ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মুসলিম বিশ্বের জন্য সাংঘাতিক রাজনৈতিক ও মানসিক ধাক্কা ছিল। মুসলিম ভূখণ্ডগুলো কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখে।^{১৮} এই রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে একটি ‘Post-Colonial Vacuum’ সৃষ্টি হয়, যার সুযোগে নানা চরমপন্থী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।^{১৯}

আধুনিক জঙ্গিবাদের উৎস ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ক. আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন (১৯৭৯), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান মুজাহিদদের সহায়তা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক ‘Proxied Jihad’ শুরু করে।^{২০} এই সময়ই ওসামা বিন লাদেনের মতো ব্যক্তির উত্থান ঘটে এবং পরবর্তীতে আল-কায়েদা গোষ্ঠীর সূচনা হয়। খ. ইরাক যুদ্ধ (২০০৩) ও আইএসআইএসের উত্থান, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও বাথ পার্টির ধ্বংসের পর রাজনৈতিক শূন্যতা ও সাম্প্রদায়িক বিভক্তির কারণে আইএস (Islamic State) গড়ে ওঠে।^{২১} এই গোষ্ঠী ইসলামের নামে সহিংসতা চালালেও তাদের জন্ম ও বিকাশে পশ্চিমা সামরিক নীতিই মূলত দায়ী। সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিক দমননীতির কারণে মুসলিম যুবসমাজের একটি অংশ নিজস্ব পরিচয়, মর্যাদা ও প্রতিশোধপরায়ণতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পায়। এসব মনোভাবকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কিছু গোষ্ঠী ‘ধর্মীয় ভাষ্য’ তৈরি করে।^{২২} ইসলামের মৌল শিক্ষা শান্তি, ন্যায় ও সহাবস্থানের ওপর ভিত্তি করে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ ইসলামের মৌল দর্শনের পরিপন্থী (সূরা মায়িদা, আয়াত ৩২)। ইমাম গাজালি, ইবনে রুশদ, ও সমসাময়িক স্কলাররা একমত যে, রাজনৈতিক বঞ্চনা ও সাংস্কৃতিক অপমানের প্রতিক্রিয়াতেই এই চরমপন্থার উত্থান ঘটে, ধর্ম নয়। আধুনিক জঙ্গিবাদ ইসলাম বা ধর্মীয় নীতির উৎস থেকে নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসন, রাজনৈতিক বিভাজন, দমননীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বাস্তবতায় জন্ম নিয়েছে। চরমপন্থা রুখতে হলে শুধু সামরিক পন্থা নয়— বরং সামাজিক ন্যায়, শিক্ষা, নৈতিক নেতৃত্ব ও আত্মপরিচয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

গণমাধ্যম ও ইসলামভীতি (Islamophobia) : আধুনিক বিশ্বে পশ্চিমা মিডিয়া ইসলামকে প্রায়শই সন্ত্রাসের সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে Edward Said-এর ‘Orientalism’ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ— যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বকে (বিশেষত ইসলামকে) বর্বর ও সহিংস বলে চিত্রিত করেছে। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। ‘ইসলামভীতি’ (Islamophobia) বলতে বোঝায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অযৌক্তিক ভয়, বিদ্বেষ ও নেতিবাচক মনোভাব। এটি একধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার যা মুসলমানদের হিংস্র, পশ্চাদপদ এবং গণতন্ত্রবিরোধী হিসেবে চিত্রিত করে।^{২৩} ইসলামভীতি একটি সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্ত্র যা পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষভাবে ৯/১১-এর পর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়, ক. ৯/১১-এর পরে মিডিয়া কার্টামো-২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার পর পশ্চিমা গণমাধ্যম (বিশেষত CNN, Fox News, BBC) ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদকে একসূত্রে গেঁথে উপস্থাপন করে। মুসলিম নাম, পোশাক, কোরআনের আয়াত ইত্যাদি ক্রমাগত ‘সন্ত্রাস’ বা ‘জঙ্গিবাদ’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে।^{২৪} এতে ‘মুসলমান’ পরিচয়টি ভয় ও সন্দেহের প্রতীকে পরিণত হয়। খ. নিরপেক্ষতার অভাব-গণমাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতি বা সংঘাতকে সরলভাবে ‘ধর্মীয় সহিংসতা’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামকে ‘জঙ্গিবাদ’ বলা হলেও ইসরায়েলি আগ্রাসনকে ‘আত্মরক্ষা’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের পক্ষপাতমূলক কাভারেজ ইসলামভীতিকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বৈধতা দেয়। মিডিয়ায় নেতিবাচক ফ্রেমিং ও ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গণমাধ্যম প্রায়শই নিম্নরূপ নেতিবাচক শব্দ ও বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে মুসলমানদের সংজ্ঞায়িত করে – ‘Islamic terrorist’, ‘Muslim radical’, ‘Sharia threat’ ইত্যাদি। অপরদিকে খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্মাবলম্বীর সহিংস কাজকে কেবল ‘Lone wolf’ বা



‘Mental illness’ বলে দায় এড়ানো হয়। এ ধরনের ফ্রেমিং প্রভাবের ফলে জনমানসে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বৈধ হয়ে ওঠে।

ইসলামভীতি আজ শুধুমাত্র একটি সামাজিক ভয় নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। বহু দেশে রাজনীতিবিদরা ইসলামভীতিকে ব্যবহার করে অভিবাসন নীতি কঠোর করেন, জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগান, এবং নির্বাচনী সুবিধা আদায় করেন। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে বোরখা নিষিদ্ধ, ভারত ও মায়ানমারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যম-চালিত বিদ্বেষমূলক প্রচার, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প প্রশাসনের মুসলিম ব্যান (Muslim Travel Ban)^{১৫} মুসলমানদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সহিংসতা বৃদ্ধি গণমাধ্যম-প্রণীত ইসলামভীতির কারণে: মুসলিমরা চাকরি, শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। হিজাব পরিহিত নারীরা হেনস্তার শিকার হন। ইউরোপ ও আমেরিকায় মসজিদে হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যুব সমাজে বিচ্ছিন্নতা, আত্মপরিচয়ের সংকট ও কটরপন্থার আশ্রয় নেয়ার ঝুঁকি বেড়েছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে হবে - সহনশীলতা, মানবতা ও শান্তির বাণী নিরপেক্ষ ও নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে হবে। মুসলমানদের সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য জগতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্যোগ নিতে হবে। গণমাধ্যম আজকের সমাজে জনমত গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই এর দায়িত্বশীল ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। পক্ষপাতদুষ্ট গণমাধ্যম ইসলামভীতিকে উস্কে দেয়, যা শুধু মুসলিম সমাজ নয়, গোটা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সত্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ও সমবেদনাপূর্ণ মিডিয়া চর্চাই হতে পারে এই বিদ্বেষ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক অপব্যবহার : আজকের মুসলিম বিশ্বে বহু রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ইসলামকে ব্যবহার করছে। তারা ধর্মকে অস্ত্র করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা ধরে রাখছে বা বিরোধীদের নিধন করছে। এ এক গভীর আত্মবিরোধ— যেখানে ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে সমাজকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে। ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও ঐক্যের ধর্ম হলেও মুসলিম বিশ্ব আজ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিভাজন ও শাসন-দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, কর্তৃত্ববাদ ও বিদেশি প্রভাব মিলিয়ে এক জটিল সংকট সৃষ্টি করেছে, যার কারণে ইসলামের ভাবমূর্তি ও মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিয়া-সুন্নি বিভক্তি : রাজনৈতিক শোষণের অস্ত্র - ইসলামের ইতিহাসে খলিফাত নিয়ে মতপার্থক্যের ফলে শিয়া ও সুন্নি মতাদর্শের সৃষ্টি হয়। যদিও এ বিভেদ মূলত রাজনৈতিক ছিল, পরবর্তীতে শাসকেরা এই মতভেদকে ব্যবহার করে ক্ষমতা রক্ষা ও বিরোধী মত দমন করেছেন।^{১৬} ইরান-সৌদি আরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই বিভক্তির সর্বশেষ রূপ, যেখানে ইয়েমেন, সিরিয়া, লেবানন ও ইরাকে গৃহযুদ্ধের পেছনে এই ধর্মীয় বিভাজনকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিভক্তি ধর্ম নয়, বরং ‘জিও-পলিটিকাল হেজিমনি’ কয়েমের হাতিয়ার। স্বৈরশাসন ও ক্ষমতার অপব্যবহার - অনেক মুসলিম দেশে গণতন্ত্রের চর্চা নেই; বরং রাজবংশীয় একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন কিংবা Pseudo- ইসলামিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ধরনের শাসনের বৈশিষ্ট্য হল, বিরোধী মত দমন, বাকস্বাধীনতা হরণ, ধর্মের অপব্যাখ্যা করে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচনী প্রহসন। মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাচিত সরকারকে সেনাবাহিনী উৎখাত করে। সৌদি আরবে বাদশাহ ও রাজপরিবারের সমালোচনা আইনত অপরাধ। বিদেশি হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক দাসত্ব - মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা প্রায়শই বিদেশি শক্তির স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। পশ্চিমা শক্তিগুলোর সমর্থন লাভের জন্য তারা নিজস্ব জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দেন, ধর্মীয় নেতাদের দমন করেন, সম্পদ ও রাজস্ব বিদেশে স্থানান্তর করেন। উদাহরণ - ইরাক যুদ্ধের পর আমেরিকার অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তানে সামরিক শাসকদের আমেরিকান সহযোগিতা, উপসাগরীয় দেশগুলোর পশ্চিমা ঘাঁটিকে অনুমতি দেওয়া।^{১৭} উগ্রবাদ ও গণবিচ্ছিন্ন শাসনব্যবস্থা, যেখানে সরকার স্বৈরাচারী, সেখানে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় তরুণ প্রজন্ম উগ্র সংগঠনের দিকে ঝুঁকি পড়ে। নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তনের পথ বন্ধ থাকলে “চরমপন্থা একটি রাজনৈতিক ভাষা” হয়ে ওঠে।^{১৮} এই অবস্থাকে ব্যবহার করে কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী ইসলামের নামে সহিংসতা চালায়, যদিও তারা বাস্তবে ধর্ম নয় বরং রাজনৈতিক প্রতিশোধ চালায়। মুসলিম বিশ্বে ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ বা Islamism হল ধর্মীয় ভাষা ব্যবহার করে

রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা। যদিও এ ধারণা আদতে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রেই তা ক্ষমতার মোহে বিকৃত হয়। উদাহরণ - তালেবান, আইএস, ও কিছু স্বঘোষিত 'ইসলামি দল' যারা ইসলামের নাম করে দমন চালায়। শিক্ষার অভাব ও সচেতনতার সংকট - অনেক মুসলিম দেশে সাধারণ নাগরিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সচেতন নয়, ফলে, সহজে তারা বিভ্রান্ত হয়, ধর্মীয় নেতার অন্ধ অনুসরণ করে, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অবগত নয়। এই সুযোগে শাসকেরা ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের নামে দমন চালায়। ফলাফল হিসাবে বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের দুর্বলতা ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, এই অভ্যন্তরীণ বিভক্তি ও রাজনৈতিক অপব্যবহার মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে ভেঙে দিয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করেছে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে মুসলিমদের হেয় করেছে, ইসলামের ভাবমূর্তি বিকৃত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের প্রধান সংকট ধর্ম নয়, বরং রাজনৈতিক দুর্নীতি, স্বৈরাচার, বিভাজন ও অযোগ্য নেতৃত্ব। অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও গণতন্ত্রের অনুশীলন ছাড়া চরমপন্থা ও বিদেশি নির্ভরতা থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা— ন্যায়, পরামর্শভিত্তিক শাসন ও নৈতিকতা— পুনরুদ্ধারই হতে পারে ভবিষ্যতের পথ। ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের আলোকে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম কোনো সন্ত্রাসবাদের ধর্ম নয়; বরং এটি ন্যায়, শান্তি ও মানবিকতার এক সমৃদ্ধ দর্শন। সন্ত্রাস এক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ফলাফল — যা কখনোই কোনো ধর্ম দ্বারা সমর্থনযোগ্য নয়। বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এসব সহিংসতা রুখে দেওয়ারই আহ্বান জানায়।

উপসংহার : ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, যার মূল দর্শন মানবতা, সহনশীলতা ও ন্যায় পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও খিলাফতের যুগে দেখা যায়— সংঘাত তখনও ছিল, কিন্তু তা ছিল আত্মরক্ষামূলক ও নীতিভিত্তিক, কখনও অরাজকতা বা নিপীড়নের অনুঘটক নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিহাসের একটি পর্যায় থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ে এসে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইসলামের পবিত্র নাম ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো কেবল ইসলাম নয়, বরং গোটা মুসলিম সমাজকে বিশ্বের দরবারে অপদস্থ করেছে। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যপ্রধান মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের নামকে সন্ত্রাসের সমার্থক করে তুলেছে, যা একটি গভীর অন্যায় ও জ্ঞানের অভাবপ্রসূ চিন্তার ফসল। ফলত, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইটি কখনও কখনও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক 'সভ্যতা-সংঘর্ষে' রূপ নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন— ইসলামের আসল শিক্ষা তুলে ধরা, ইতিহাসকে যথার্থভাবে পাঠ করা, রাজনৈতিক চক্রান্ত ও উগ্রবাদী অপব্যাক্যাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মুসলিম বিশ্বে ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্ব, শিক্ষাবিস্তার ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে এক নতুন মানবিক ও নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা। ইসলামের প্রকৃত শক্তি ধর্মীয় অনুশাসনে নয়— বরং মানবিকতা, জ্ঞান ও শুদ্ধ নৈতিকতায় নিহিত, যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নিয়ে আধুনিক বিশ্বে নানা বিতর্ক, বিভ্রান্তি ও ভুল ব্যাখ্যা ছড়িয়ে রয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইসলাম একটি শান্তি, সহনশীলতা ও মানবিকতার ধর্ম, যার মূলনীতি ও অনুশাসনগুলো সন্ত্রাসবাদ বা সহিংসতা সমর্থন করে না। কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী ইতিহাস পর্যালোচনা করে স্পষ্ট হয় যে, আত্মরক্ষা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার বাইরে সহিংসতার কোনো বৈধতা ইসলাম প্রদান করে না। তবে ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তবতায় দেখা যায়, কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামের অপব্যাক্য করে সন্ত্রাসবাদকে ধর্মীয় আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা গণমাধ্যমে একপাক্ষিক প্রচার ভূমিকা রেখেছে। এইসব বাস্তবতা ইসলামের সার্বিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে হতাশা ও প্রতিবাদকে উস্কে দিয়েছে, যা কখনো কখনো সহিংস রূপ নিয়েছে।

সুতরাং, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সরাসরি কোনো আদর্শগত সম্পর্ক নেই। বরং এটি একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভূরাজনৈতিক সংকট, যা ইসলামকে পুঁজি করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই সংকট নিরসনে প্রয়োজন ধর্মীয় পাঠের সত্য প্রতিফলন, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিনৈতিক সমতা এবং অবশ্যই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক পরিত্যাগ।

Reference:

۱. Mawdudi, Sayyid Abul A'la. *Towards Understanding Islam*, Islamic Publications, Lahore, 1971, P. 1-2
۲. Al-Qur'an, Surah Al-Anfal, 8:61.
۳. Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*, Oxford University Press, 1956, P. 12
۴. Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad*, Cambridge University Press, 2009, P. 28
۵. Yusuf al-Qaradawi. *Islamic Awakening Between Rejection and Extremism*. IIIT, Vergenia, 2006-7, P. 5
۶. Edward Said, *Culture and Imperialism*, Vintage Books, New York, 1993, P. 42-45
۷. Metcalf, Barbara D. *Islamic Revival in British India: Deoband :1860-1900*, Princeton University, New Jersey, 1982, P. 53-54
۸. Fromkin, David. *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, Macmillan, 1989, P. 451
۹. Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*, Harvard University Press, Cambridge, 1994, P. 22
۱۰. Coll, Steve. *Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden*, Penguin Books, 2004, P. 98-100
۱۱. Cockburn, Patrick. *The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution*, Verso Books, London, P. 10-11
۱۲. Kepel, Gilles. *Jihad: The Trail of Political Islam*, Harvard University, Cambridge, 2002, P. 45-47
۱۳. Runnymede Trust, *Islamophobia: A Challenge for Us All*, Runnymede Trust, UK, 1997, P. 69
۱۴. Poole, Elizabeth. *Reporting Islam: Media Representations of British Muslims*, I.B. Tauris, London, 2002, P. 320-321
۱۵. Cesari, Jocelyne. *Why the West Fears Islam: An Exploration of Muslims in Liberal Democracies*, Macmillan, New York, 2013, P. 381
۱۶. Halm, Heinz. *Shiism*, Edinburgh University Press, 2004, P. 20
۱۷. Chomsky, Noam. *Middle East Illusions: Including Peace in the Middle East?*, Littlefield Publishers, 2003, P. 110
۱۸. Roy, Olivier. *Jihad and Death: The Global Appeal of Islamic State*, Oxford University press, 2017, P. 46-47